অন্তঃসারশূন্য নয় মাকাল ফল

● ইসমাইল মাহমুদ

ফল হিসেবে না হলেও 'মাকাল ফল' প্রবাদটির সঙ্গে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। অকর্মণ্য মানুষকে আমরা 'মাকাল ফল' বলে গালি দিতে ছাড়ি না। ফলটা কিন্তু অনেকেই চেনেন না। ভাবেন আসলে কি 'মাকাল ফল' নামে কোনো ফল আছে? নাকি এটি কথার কথা! উদ্যানতত্ত্ববিদদের মতে, মাকাল ফল একটি অন্তঃসারশূন্য ফল হলেও এটি একটি উপকারী ভেষজ এবং পরিবেশবান্ধব বিষ। এক সময় আমাদের দেশের গ্রাম-গঞ্জের ঝোপ-জঙ্গলে প্রচুর মাকাল ফলের গাছ দেখা যেত। বর্তমানে দেশে বন-জঙ্গলের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাওয়ায় মাকাল ফলের খুব একটা দেখা মেলে না। এটি এখন বিলুপ্তপ্রায়।

সম্প্রতি পত্রিকার সংবাদ সংগ্রহের কাজে সাপ্তাহিক ২০০০-এর মৌলভীবাজার-হবিগঞ্জ প্রতিনিধি মাহফুজ সুমন এবং পর্যটন বিষয়ক কলাম লেখক শ্যামল দেববর্মাকে নিয়ে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার রাধানগর পাহাড়ে যাই। সেখানকার ইকো-কটেজে যাত্রাবিরতিকালে মূল ভবনের সামনের একটি গাছে লাল রঙের চমৎকার কিছু ফল দেখে কটেজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী শামসুল হককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি এগুলো 'মাকাল ফল'। মাহফুজ সুমন দ্রুত ছবি তুলতে শুরু করেন। শহরে ফিরে এসে ফলটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য বৃক্ষ বিশারদদের দ্বারস্থ হই। কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করি বেশকিছু তথ্য।

আসুন, উদ্যানতত্ত্ববিদদের মতে অন্তঃসারশূন্য ফল মাকালের বিস্তারিত জেনে নেয়া যাক–

বাংলায় ফলটির নাম মাকাল ফল। ইংরেজিতে এটির নাম Colocynth, Cucumber. এর দ্বিপদী নাম Citrullus colocynthis (L.) Schrad. বৈজ্ঞানিক নাম Citrullus colocynthis। ফলটিকে আরবিতে হানজাল, সংস্কৃতে দেব দালিকা এবং হিন্দিতে ইন্দ্রায়ন বলা হয়। উদ্যানতত্ত্ববিদ উইলিয়াম মিথিউস মাকালকে অন্তঃসারশূন্য ফল বলে অভিহিত করেছেন। 'মাকাল ফল' নিয়ে আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একটি উপকথা প্রচলিত আছে। এটি হলো– 'এক সুন্দরী গৃহবধূ রাতের আঁধারে পারিবারিক কলহের জের ধরে তার শাশুড়িকে বিষপ্রয়োগে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। শাশুড়িকে খাবারের সঙ্গে বিষপ্রয়োগের পর দুর্ভাগ্যক্রমে ওই বিষ মাখানো খাবার গৃহবধূকেও খেতে হয়। ফলে বিষক্রিয়ায় বউ-শাশুড়ি দুজনেই মারা যায়। মারা যাওয়ার আগেই মৃত্যুপথযাত্রী শাশুড়ি বিষপ্রয়োগে হত্যার জন্য পুত্রবধূকে অভিশাপ দেয়। ওই অভিশাপেই মৃত্যুর পর গৃহবধূ মাকাল ফল-এ পরিণত হয়।' সুন্দরী গৃহবধূর বাহ্যিক রূপ অপরূপ হলেও তার অন্তর ছিল কালিমাময়। এ কারণেই নাকি মাকাল ফলের বাইরের রূপ মনমাতানো হলেও ভেতরটি কদর্য। আমাদের দেশে এক সময় বারো ধরনের মাকাল ফল দেখতে পাওয়া যেত। এখন তা কমতে কমতে পাঁচ প্রজাতিতে এসে ঠেকেছে। মাকাল লতাজাতীয় উদ্ভিদ।

এটি একটি বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। মাকাল ফলের গাছ জঙ্গল বা বাড়ির বড় বড় গাছকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। একটি পরিপূর্ণ মাকাল গাছ লম্বায় ৩০ থেকে ৪০ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর পাতা অনেকটা মানুষের হাতের তালুর মতো। প্রতিটি পাতায় থাকে অনেকগুলো খাঁজ। গাছের প্রতিটি পর্ব থেকে একটি করে পাতা ও আকর্ষি বের হয়। এই আকর্ষির সাহায্যে মাকাল ফলের গাছ অন্য গাছকে জড়িয়ে ধরে রাখে। পাতার কক্ষে ফোটে সাদা রঙের ফুল। মাকাল ফল দেখতে অনেকটা ডিমের মতো। যদিও ডিম থেকে এর আকার অনেক বড়। মাকাল ফল কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ, কিছুদিন পর হলুদ ও ফলটি পাকলে লাল বর্ণ ধারণ করে। বর্ষাকালে সাধারণত মাকাল ফলের ফুল ও ফল হয়।

মাকাল ফলের ঔষধি ব্যবহার : মাকাল ফল ও গাছের বেশকিছু ভেষজ গুণও আছে। মাকাল গাছের শিকড় কোষ্ঠকাঠিন্য ও বদহজমের ওষুধ তৈরিতে কাজে লাগে। কফ ও শ্বাসকষ্ট নিরাময়ে মাকাল উপকারী। নাক ও কানের ক্ষত উপশমে মাকাল গাছ ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জন্ডিস নিরাময়, দেহে কোনো কারণে পানি জমলে অর্থাৎ শোথ রোগে দেহ থেকে পানি দূর করতে, স্তনের প্রদাহ, প্রস্রাবের সমস্যা, বাত-ব্যথা, কাশি, পেট বড় হয়ে যাওয়া এবং শিশুদের অ্যাজমা নিরাময়ে মাকাল গাছের ফল-মূল-কাণ্ড বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মাকাল ফলের বীজের তেল সাপের কামড়, বিছার কামড়, পেটের সমস্যা (আমাশয় ও ডায়রিয়া), মৃগীরোগ এবং সাবান উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যায়। এছাড়া মাকাল ফলের বীজের তেল চুলের বৃদ্ধি ও চুল কালো করতে কার্যকর। এই ফলের নির্যাস থেকে তৈরি ওষুধ মহিলাদের জরায়ুর বিভিন্ন সমস্যা, বিশেষ করে মহিলাদের ঋতুবন্ধতা নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়। মাকাল ফল গুঁড়ো করে নারকেল তেলের সঙ্গে ফুটিয়ে নাক ও কানের ঘায়ে প্রয়োগ করলে আরাম হয়। গবাদিপশুর বক্ষপ্রদাহে ও হৃদযন্ত্রের রোগে মাকাল ফল ব্যবহার করা হয়। ফলের রস বা মূলের বাকল তিলের তেলের সঙ্গে গরম করে গোসলের সময় তেল হিসেবে ব্যবহার করলে মাথাব্যথা কমে। কানে পুঁজ হলে একই উপায়ে তৈরি করা তেল কানে দিলে আরোগ্য মেলে। মাকাল ফলের বীচি ও আঁশ শুকিয়ে গুঁড়ো করে পানিতে গুলিয়ে ফসলে প্রয়োগ করা যায়। এই দ্রবণ ফসলের পোকামাকড়, ইঁদুর ও রোগবালাই দমনে বিষ হিসেবে কাজ করে থাকে। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ায় মাকাল ফল ও গাছের ব্যবহারের কথা উল্লেখ আছে।

প্রজাতি : পৃথিবীতে এই জেনাসের বিয়াল্লিশটি প্রজাতি পাওয়া যায়। এর মধ্যে বাংলাদেশে দেখতে পাওয়া যায় প্রায় বারোটি প্রজাতি।

জন্মস্থান : মাকাল ফলের জন্মস্থান সম্পর্কে বৃক্ষ গবেষকরা জানান, এ গাছটির জন্মস্থান তুর্কি। তুর্কি থেকে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে এ গাছটি বিস্তার লাভ করে। মাকাল ফলের গাছ প্রাকৃতিকভাবে বন-জঙ্গলে ও পরিত্যক্ত জায়গায় জন্মায়। বাংলাদেশের ঢাকা, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার জঙ্গলে এই গাছ বেশি দেখা যায়। তবে একযুগ আগেও দেশের বিভিন্ন স্থানে যেভাবে মাকাল ফলের গাছ দেখা যেত, এক যুগের ব্যবধানে তা কমে দাঁড়িয়েছে দশ ভাগের এক ভাগে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামী দশকে এ দেশ থেকে মাকাল ফল চিরতরে হারিয়ে যাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ছবি : মাহফুজ সুমন